OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 331 - 337
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 331 - 337
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

কল্লোল যুগে জীবনানন্দ দাশ

শঙ্কু ভূষণ লস্কর
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর
Email ID: shankublaskar8876@gmail.com

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Jibanananda Das, Kallol, Kalikalam, Pragati, poetry.

Abstract
The early to mid-twentieth century was a period of major transformation in India. The rise of nationalism against British rule, the World Wars, humanitarian crises, the Partition of Bengal, the Non-Cooperation Movement, the spread of socialist ideas, and finally the trauma of Partition deeply influenced contemporary writers. At the same time, Western education, urbanization, scientific progress, individualism, and questions of women's freedom introduced new ideas that shaped literary expression.

Within this context, Bengali literature entered a new phase, reflecting modern realities. Literary journals like Kallol, Kalikalam, Pragati, Dhoopchhaya, Parichay, Kobita, and Purvasha helped establish a modern poetic movement beyond Rabindranath Tagore's influence. One of the key figures of this era was Jibanananda Das, whose works appeared in most major journals. Before discussing him in detail, it is important to consider his family background, literary practice, and his connection with the Kallol movement.

Discussion

জীবনানন্দের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রটি তাঁর পারিবারিক পরিবেশের সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত। জীবনানন্দের আত্মপ্রসঙ্গ পর্যায়ের অন্তর্গত 'আমার কথা' প্রবন্ধে তাঁর পিতা সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলেছেন—

> "...সাহিত্যপ্রীতি ও রচনারীতির উৎকর্ষ লক্ষ্য করেছি বাবার জীবনে। তিনি অনেক ইংরেজি ও দেশী বই কিনতেন ও পড়তেন। ভালো লাইব্রেরি ছিল তাঁর। সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহী যুবা ও প্রৌঢ়দের আনাগোনা ছিল তাঁর গ্রন্থাগারে। বাবা মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন তাঁদের বিদেশী ও দেশী সাহিত্য। নিজে বিশেষ কিছু লিখতেন না। যে ক'টি রচনা তাঁর পেয়েছি তাতে উচ্ছ্বাস কম, সংহতি বেশি। খুব তত্ত্বজ্ঞানী মানুষ ছিলেন।"[১]

মা কুসুমকুমারী দেবী ছিলেন একজন কবি ও সাহিত্যপ্রেমী নারী। বাংলা কাব্যচর্চার প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল, এবং তিনিও কবিতা লিখতেন। জীবননান্দের কথায়—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 331 - 337
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "সাহিত্য পড়ায় ও আলোচনায় মাকে বিশেষ অংশ নিতে দেখেছি। দেশী-বিদেশী কোনো কোনো কবি ও ঔপন্যাসিকের কোথায় কী ভালো, কী বিশেষ দিয়ে গেছেন এ সবের প্রায় প্রথম পাঠ তাঁর কাছ থেকে নিয়েছি। ওয়ার্ডসওয়ার্থের অনেক ছোটো ছোটো কবিতা তাঁর মুখে শুনেছি এবং শেলী ব্রাউনিঙের। বৈষ্ণব পদাবলী থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আমাদের দেশের কবিতার মোটামুটি সম্পূর্ণ ঐতিহ্য জেনে ও ভালোবেসে ও বিদেশী কবিদের কাউকে কাউকে মনে রেখে তিনি তাঁর স্বাভাবিক কবিমনকে শিক্ষিত ও স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন।"[২]

এই সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যনিষ্ঠ পরিবেশে বেড়ে ওঠার ফলে জীবনানন্দ শৈশব থেকেই সাহিত্য ও কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর সাহিত্যিক মানস গঠনে কুসুমকুমারী দেবীর অবদান অস্বীকার করা যায় না। যা জীবনানন্দের শিক্ষাজীবন ও তাঁর সাহিত্যচর্চার ভিত নির্মাণে সহায়ক ছিল। জীবনানন্দ প্রথমে বরিশালে ব্রজমোহন স্কুল ও পরে ব্রজমোহন কলেজে পড়াশুনা করেন। এরপর কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে অধ্যয়ন করেন এবং দ্বিতীয় বিভাগে এম.এ. পাশ করেন। এই সময়েই ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যপাঠের গভীরতার পাশাপাশি লেখালেখির স্পৃহাও তীব্র হয়ে ওঠে। কলকাতায় অবস্থানকালে তাঁর সাহিত্যিক জীবন নতুন মোড় নেয়। ক্লিন্টন বি সিলি 'অনন্য জীবনানন্দ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন—

> "১৯১৯ সালে কলেজ ছাত্র জীবনানন্দ তাঁর নিজস্ব শহরের পরিবারচালিত পত্রিকা 'ব্রহ্মবাদী'তে সুকণ্ঠভাবে একটি কবিতা প্রকাশ করেন, যেটি হতে পারে সাধারণ্যে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতা।"[৩]

১৯২৮ সালে 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকায় 'বর্ষা আবাহন' নামক একটি কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যজীবনের সূচনা হয়। তবে জীবনানন্দের ভাই অশোকানন্দ জানিয়েছেন স্কুলে পড়ার সময় থেকেই জীবনানন্দ কবিতা লিখতেন বাংলা-ইংরেজি দু-ভাষাতেই। তিনি একথাও জানিয়েছেন –

> "তাঁর ছাত্রজীবনের লেখা প্রায় কিছুই নেই, ইংরেজিতে লেখা কয়েকটি সনেট এবং কবিতা ছাড়া।"[৪]

কল্লোল যুগে জীবনানন্দ : জীবনানন্দ কল্লোলের সংস্রবে আসেন কবি উমা দেবীর মধ্যবর্তিতায়। উমা দেবী কল্লোলের প্রাক-মূহুর্ত থেকেই এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 'জীবনানন্দ দাশ বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন –

> "কবি স্বর্গীয়া উমা দেবী তাঁর কাব্য অনুরাগী ছিলেন। হাজরা রোডে তাঁর একটা ক্লাব ছিল, যার নাম ছিল Four Arts Club। তাঁরই মধ্যবর্তিতায় দীনেশ দাশের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। অনেক দিন তিনি দীনেশ দাশের কল্লোলের লেখক ছিলেন।"[৫]

কল্লোলের অগ্রদূত ছিল ফোর আর্টস ক্লাব— একটি নবীন সাহিত্য-সংস্কৃতি-সংগঠন, যার উদ্দেশ্য ছিল সমকালীন শিল্পচেতনার নবযাত্রা শুরু করা। এই ক্লাবের প্রগতিশীল সৃষ্টিচিন্তা, পাশ্চাত্য ও দেশীয় শিল্পধারার মেলবন্ধন এবং নতুন সাহিত্যভাষার অনুসন্ধান থেকে একসময় জন্ম নেয় কল্লোল পত্রিকা (১৯২৩)। জীবেন্দ্র সিংহরায় তাঁর 'কল্লোলের কাল' গ্রন্থে বলেছেন –

> "যে নির্বাধ জীবনচর্চা, যৌবন বন্দনা, অন্তহীন পথ চলার আবেগ, নানামুখিন চিন্তা ও অনুভূতির উষ্ণ রক্তপ্রবাহ, সাহসিক দৃষ্টির দিশাসন্ধান, নব্যরুচির সজীব হওয়া কল্লোলের কালে উদ্বেলিত হয়েছিল চতুষ্কলা সমিতিতে তার প্রথম সাড়া জেগেছিল।"[৬]

পরবর্তীতে 'কল্লোল' তৎকালীন বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের চিন্তাজগতে এক নতুন স্রোতের সূচনা করে। পত্রিকাটি চেয়েছিল সমকালকে তার সমস্ত সজীবতা, আলোড়ন, আন্দোলন এবং পরিবর্তনের স্পন্দনসহ ধারণ করতে। তৎকালীন রাজনৈতিক জাগরণ, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক সংস্কারের তাগিদ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার আহ্বান— সবই প্রতিফলিত হয়েছিল কল্লোল-এর সাহিত্যে। নতুন প্রজন্মের কবি, কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিকরা এখানে নিজেদের মতপ্রকাশের মুক্ত মঞ্চ পেয়েছিলেন। 'কল্লোল'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল বৈশাখ ১৩৩০ বঙ্গাব্দে, আর সর্বশেষ সংখ্যা বের হয় পৌষ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে। প্রাথমিক পর্যায়ে গল্প-মাসিক হিসেবে সূচনা করলেও ধীরে ধীরে এতে উপন্যাস, কবিতা, অনুবাদ সাহিত্য, প্রবন্ধ-সহ নানান ধারার রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু কবিতা-কেন্দ্রিক কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 331 - 337
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জীবনানন্দ দাশ (তখনও দাশগুপ্ত) প্রথম কল্লোলে প্রকাশিত হন তৃতীয় বর্ষের ফাল্গুন সংখ্যায় (ফাল্গুন ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে)। সেই সংখ্যায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা ছিল 'নীলিমা', আর সর্বশেষ কল্লোল-প্রকাশিত কবিতা 'পাখিরা' ছাপা হয় বৈশাখ ১৩৩৬ সংখ্যায়। 'কল্লোল' পত্রিকার মাধ্যমে জীবনানন্দের কবিতার সঙ্গে পাঠক প্রথম পরিচিত হয়, সবচেয়ে বড় কথা তিনি কয়েকজন আন্তরিক গুণগ্রাহী পাঠক লাভ করলেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভাষায় –

> "হঠাৎ কল্লোলে একটি কবিতা এসে পড়ল 'নীলিমা'। ঠিক এক টুকরো নীল আকাশের সারল্যের মতো। মন অপরিমিত খুশি হয়ে উঠলো। ... শুধু মনে মনে সম্ভাষণ করে তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না। একেবারে সশরীরে এসে আবির্ভূত হলাম। তিনি আপনার নিবিড়-গভীর কবি মন প্রসন্ন নীলিমার মত প্রসারিত করে দিয়েছেন। একেবারে তার হৃদয়ের মাঝখানে।"[৭]

ঠিক একইভাবে বুদ্ধদেব বসুও প্রথম আবিষ্কার করলেন পরবর্তীতে আধুনিক বাংলা কবিতার প্রধানতম কবিকে। বুদ্ধদেবের ভাষায়, -

> "কিছুকাল পূর্বে জীবনানন্দ দাশগুপ্ত স্বাক্ষরিত 'নীলিমা' নামে একটি কবিতা কল্লোলে আমরা লক্ষ করেছিলাম; কবিতাটিতে এমন একটি সুর ছিল যার জন্য লেখকের নাম আমরা ভুলতে পারিনি।"[৮]

'কল্লোল' থেকেই জীবনানন্দের প্রতি বুদ্ধদেব বসুর যে সাহিত্যিক নৈকট্য গড়ে উঠেছিল, তা প্রগতি-পর্বে আরও গভীরতর হয়ে বিস্তৃত হয়েছে এবং 'কবিতা' পত্রিকার পরিসরে এসে পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে। কল্লোলের আগে জীবনানন্দের অনেক কবিতা 'ব্রহ্মবাদী', 'বঙ্গবাণী', 'প্রবাসী' ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও 'কল্লোল' - এ প্রকাশিত হওয়ার মূহুর্তকে জীবনানন্দ বর্ণনা করেছেন এভাবে, –

> "প্রথমেই 'কল্লোলে' কবিতা ছাপিয়েছি বললে ঠিক হবে না, কিন্তু 'কল্লোলে'ই প্রথম কবিতা ছাপিয়ে ভালো লেগেছিল।"[৯]

কল্লোলে জীবনানন্দের প্রকাশিত কবিতার তালিকা –

কল্লোল তৃতীয় বর্ষ : ১৩৩২

ফাল্গুন সংখ্যা- নীলিমা (কবিতা)

কল্লোল চতুর্থ বর্ষ : ১৩৩৩

বৈশাখ সংখ্যা	বেদুঈন (কবিতা)
জৈষ্ঠ সংখ্যা	আধারের যাত্রী
আষাঢ় সংখ্যা	মোর আঁখিজল
শ্রাবণ সংখ্যা	নাবিক
পৌষ সংখ্যা	শ্মশান
চৈত্র সংখ্যা	দক্ষিণা

কল্লোল পঞ্চম বর্ষ : ১৩৩৪

জৈষ্ঠ সংখ্যা	সিন্ধু
পৌষ সংখ্যা	ঝরাফসলের গান
ফাল্গুন সংখ্যা	আদিম

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জীবনানন্দ দাশ ও কল্লোল পত্রিকার সম্পর্ক এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। মূলত গল্পপ্রধান হলেও, কবিতা প্রকাশে যে নান্দনিক ও শৈল্পিক নবযাত্রা কল্লোল শুরু করেছিল, তার মধ্যে জীবনানন্দ দাশের প্রারম্ভিক পর্যায়ের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 331 - 337
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়ে তাঁর সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্য ও প্রাথমিক পরিচিতিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। বাহ্যত কল্লোলগোষ্ঠী ভেঙে গিয়ে ১৯২৬ সালে মুরলীধর বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'কালিকলম' পত্রিকা। অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মুখপত্র হিসেবে কল্লোলের যে ঐতিহাসিক ভূমিকা 'কালি-কলম' তার অংশীদার। মাঝে মাঝে 'কালি-কলম'-এর পৃষ্ঠায় যেমন কল্লোলের অনুকূল মন্তব্য পাওয়া গেছে তেমনি কিছু লেখক ছিলেন যাঁরা দুই পত্রিকাতেই লিখতেন। তাই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন –

> "বস্তুত কল্লোল কালি-কলমের মানে কোনো দলাদলি বা বিরোধ-বিপক্ষতা ছিল না। যে 'কল্লোলে' লেখে সে 'কালি-কলমে'ও লেখে আর যে 'কালি-কলমের' লেখক সে 'কল্লোলের'ও লেখক। যেমন জগদীশ গুপ্ত, নজরুল, প্রবোধ, জীবনানন্দ, হেম বাগচি। ... 'কল্লোল' আর 'কালি-কলম' একই মুক্ত বিহঙ্গের দুই দীপ্ত পাখা।"[১০]

'কালি-কলম'- এ প্রকাশিত জীবনানন্দের কবিতার তালিকা—

কালি-কলম : প্রথম বর্ষ, ১৩৩৩ সাল, বৈশাখ থেকে চৈত্র প্রথম বর্ষে প্রকাশিত জীবনানন্দের কবিতা -

- পতিতা
- মরীচিকার পিছে
- শেষ শয্যায়
- বেদিয়া
- কিশোরের প্রতি
- নব-নবীনের লাগি
- ওগো দরদিয়া
- সুদূর-বিধুর কবি

কালি-কলম : দ্বিতীয় বর্ষ, ১৩৩৪ সাল, বৈশাখ থেকে চৈত্র, দ্বিতীয় বর্ষে প্রকাশিত জীবনানন্দের কবিতা -

- একদিন খুজেছিনু যারে
- যুবা অশ্বারোহী

"কালি-কলম : তৃতীয় বর্ষ, ১৩৩৫ সাল, বৈশাখ থেকে চৈত্র, তৃতীয় বর্ষে প্রকাশিত জীবনানন্দের কবিতা -

- আজ
- ফসলের দিনে

কল্লোল ও কালি-কলমে প্রকাশিত সমস্ত লেখাই জীবনানন্দের প্রারম্ভিক রচনা, যা 'ঝরা পালক' পর্যায়ের অন্তর্গত। তাই কল্লোল (অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ সংখ্যায়) 'ঝরা পালক'এর সমালোচনায় লিখেছিল –

> "কয়েক বৎসরের মধ্যেই শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত কাব্যসাহিত্যে আপনাকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তরুণ কবির সমস্ত কবিতাতেই তারুণ্যের উল্লাস ধ্বনিতে। তাঁর ছন্দ, ভাষা, ভাব সবেতেই বেশ বেগ আছে। ত্রুটি যা-কিছু আছে তা কখন কখন সেই বেগের আতিশয্য। নজরুল, মোহিতলালের প্রভাব তিনি এড়াতে পারেননি বটে কিন্তু সে প্রভাবকে নিজের বৈশিষ্ট্যের পথে ফেরাতে পেরেছেন বলে মনে হয়।"[১১]

জীবনানন্দ নিজেই পরবর্তী সময়ে কবিতাগুলো প্রত্যাহার করেন। শুধুমাত্র তিনিটি কবিতা তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছিলেন। এই তিনটি ছিল - 'নিলীমা', 'পিরামিড', ও 'সেদিন এ ধরণীর', যে কবিতাগুলো জীবনানন্দের ভবিষ্যত কাব্যিক ভাবনা ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয়।

'কল্লোল' পত্রিকার হাত ধরে এক নবীন ও প্রতিভাবান সাহিত্যিক গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছিল। পরবর্তীতে 'কালিকলম' এবং 'প্রগতি' পত্রিকার মাধ্যমে সেই প্রবাহ আরও বিস্তৃত হয়। এই ধারাবাহিকতা বোঝাতে গিয়েই বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন–

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 331 - 337
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "প্রগতি পত্রিকাকে কল্লোলের একটি টুকরো বলা যায়; এ দুয়ের মধ্যে সংযোগ ও বিনিময় ছিল নিবিড়।"[১২]

এই বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করতে গেলে শুধু লেখকসূচির দিকেই তাকানো যথেষ্ট— তাতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে দুই পত্রিকার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। 'প্রগতি' ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্তের সম্পাদনায়। এই আলোচনা প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে, জীবনানন্দ দাশ-এর প্রথম পর্বের সাহিত্য প্রকাশে 'কল্লোল' এবং 'প্রগতি' পত্রিকার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা যায়, 'প্রগতি'তে জীবনানন্দের দ্বিতীয় পর্যায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, সমকালীন অন্যকোনো পত্রিকায় তার তুলনা পাওয়া যায় না। বুদ্ধদেব বসুর কথায় –

> "প্রগতি' যখন বেরোলো, আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এই লেখককে আমন্ত্রণ জানালাম, তিনিও তার উত্তর দিলেন উষ্ণ, অকৃপণ প্রাচুর্যে। ...কী আনন্দ আমাদের, তাঁর কবিতা যখন একটির পর একটি পৌঁছতে লাগলো, যেন অন্য এক জগতে প্রবেশ করলাম– এক সান্ধ্য, ধূসর, আলোছায়ার অদ্ভুত সম্পাতে রহস্যময়, স্পর্শগন্ধময়, অতি-সুক্ষ্ম ইন্দ্রিয়চেতন জগৎ – যেখানে পতঙ্গের নিশ্বাসপতনের শব্দটুকুও শোনা যায়, মাছের পাখনার ক্ষীণতম স্পন্দনে কল্পনার গভীর জল আন্দোলিত হয়ে ওঠে। এই চরিত্রবান নতুন কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে ধন্য হলাম আমরা।"[১৩]

বুদ্ধদেব বসুর 'প্রগতি' নতুন সম্ভাবনা ও উৎসাহ নিয়ে এসেছিল। ব্যক্তিগতভাবে 'প্রগতি' ও বুদ্ধদেব বসুর কাছে জীবনানন্দের কবিতা ঢের বেশি আশা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। জীবনানন্দের কবিতাগুলো বুদ্ধদেবের কাছে তাঁর নিজের জগতের মনে হয়েছিল। জীবনানন্দ তাই বলেছেন—

> "অতএব সাহস ও সততা দেখবার সুযোগ লাভক'রে চরিতার্থ হলাম - বুদ্ধদেববাবুর বিচারশক্তির ও হৃদয়বুদ্ধির; আমার কবিতার জন্য বেশ বড়ো স্থান দিয়েছিলেন তিনি 'প্রগতি'তে এবং পরে 'কবিতা'য় প্রথম দিক দিয়ে।"[১৪]

প্রগতিতে শুধু প্রকাশ করা নয়, নূতন সাহিত্য প্রচার করার দিকেও লক্ষ ছিল সম্পাদকের। প্রগতি'তে জীবনানন্দের দীর্ঘ কবিতাগুলি সমাদরে ছাপা হত। তাছাড়া বুদ্ধদেব নিজে দায়িত্ব নিয়েছিলেন জীবনানন্দের উপর দুটো সম্পাদকীয় লেখার, যা ছিল তাঁর ওপর লেখা প্রথম আলোচনা। 'প্রগতি' পর্বেই বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দকে আবিষ্কার করেছিলেন এবং তাঁকে সক্রিয়ভাবে পত্রিকার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছিলেন। এর ফলেই সমকালীন পত্রিকা 'শনিবারের চিঠি' থেকে শুরু করে বহু সাহিত্যিকের অনবরত বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তবে বুদ্ধদেব বসুও তাদের বিরুদ্ধাচারণের জবাব দিয়েছেন। কারণ প্রথম থেকেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—

> "জীবনানন্দবাবু বাঙলা কাব্যসাহিত্যে একটি অজ্ঞাতপূর্ব্ব ধারা আবিষ্কার করেছেন বলে আমার মনে হয়। তিনি এ-পর্যন্ত মোটেই popularity অর্জন করতে পারেননি, বরঞ্চ তাঁর রচনার প্রতি অনেকেই বোধহয় বিমুখ...।[১৫]

জীবনান্দের নিঃসঙ্গ কাব্যভাষা, বিমূর্ত ভাবনা ও নাগরিক সংকটের প্রতিফলন অনেক পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য ও বিচ্ছিন্ন বলে প্রতিভাত হয়েছিল। তাঁকে পরিচিতির প্রাথমিক কাজ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রগতি পত্রিকায়। প্রগতির সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কালে জীবনানন্দের প্রসঙ্গ, সমসাময়িক অন্য লেখকদের তুলনায় বেশি সেকথা বুদ্ধদেব বসুও স্বীকার করেছেন। আর সেকথা স্বীকার করেছেন যে তার অনেকটাই প্রতিবাদ, প্রতিপক্ষের জবাব। বুদ্ধদেব ব্যক্তিগতভাবে তাতে জড়িয়েছিলেন কারণ হিসেবে তিনি সেকথা ব্যক্ত করে বলেছেন–

> "যেহেতু তাঁর কবিতা আমি অত্যন্ত ভালোবেসেছিলুম আর যেহেতু তিনি নিজে ছিলেন সব অর্থে সুদূর, কবিতা ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে নিঃশব্দ, তাই আমার মনে হ'তো তাঁর বিষয়ে বিরুদ্ধতার প্রতিরোধ করা বিশেষভাবে আমার কর্তব্য...।"[১৬]

প্রগতি'তে জীবনানন্দের প্রকাশিত কবিতার তালিকা—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 331 - 337
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রথম বর্ষ সংখ্যা	কবিতা
শ্রাবণ, ১৩৩৪	খুশরোজী
আশ্বিন, ১৩৩৪	কবি
পৌষ, ১৩৩৪	পলাতক
মাঘ, ১৩৩৪	পরবাসী
ফাল্গুন, ১৩৩৪	পিপাসার গান

দ্বিতীয় বর্ষ সংখ্যা	কবিতা
বৈশাখ, ১৩৩৫	১৩৩৩
আষাঢ়, ১৩৩৫	সহজ
ভাদ্র, ১৩৩৫	পরস্পর
অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫	জীবন
পৌষ-মাঘ ১৩৩৫	স্বপ্নের হাতে

তৃতীয় বর্ষ সংখ্যা	কবিতা
আষাঢ়, ১৩৩৬	পুরোহিত
ভাদ্র, ১৩৩৬	বোধ
আশ্বিন, ১৩৩৬	আজ
কার্তিক, ১৩৩৬	অবসরের গান

ক্ষণস্থায়ী ‘প্রগতি’র উপরোক্ত তালিকা দেখেই বোঝা যাচ্ছে–প্রগতি’তে কবিতা ও জীবনানন্দ কীভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছেন। তাই কবি সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন—

> “কল্লোল-যুগের দিকে যথার্থ দৃষ্টি নিয়ে তাকালে সমৃদ্ধ শাখায়িত অবস্থায় পাওয়া যায়। মূল কাণ্ডের শ্রেষ্ঠ ফলফুল যে ব্যক্তির কাব্য-সাধনার অন্তর্গত হয়ে পরবর্তী যুগে বহু কাব্যপ্রবণ প্রাণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তিনি জীবনানন্দের চাইতে বেশি আর কেউ ছিলেন না”[১৭]

একথা স্মরণীয় যে, প্রগতির দু’জন সম্পাদকই কবিতার প্রতি আসক্ত ছিলেন। আসক্ত ছিলেন জীবনানন্দে। তাই বুদ্ধদেব বসু তাঁর ‘আমার যৌবন’ গ্রন্থে লিখেছেন–

> “আমার প্রিয় লেখকদের প্রশংসায় আমি নিষ্কুণ্ঠ; এক পা এগিয়ে দু-পা পেছিয়ে ইতি-উতি তাকিয়ে পথচলা আমার স্বভাবে নেই। সেই দূর সময়ে, যখন জীবনানন্দকে নিয়ে রোল উঠেছিল অট্টহাসির, অন্য কোথাও সমর্থন সূচক প্রয়াস ছিল না, তখন সেই ক্ষুদ্র মঞ্চটিতেই প্রথম সংবর্ধিত হন জীবনানন্দ–প্রকাশ্যে, একক কণ্ঠে, সোচ্চার ঘোষণায়।”[১৮]

পরিশেষে বলা যায় যে, কল্লোল’ থেকে ‘কালিকলম’ এবং ‘প্রগতি’ পত্রিকা – এই ধারাবাহিক যাত্রাপথে জীবনানন্দ দাশ ধীরে ধীরে বাংলা কবিতার আধুনিকতার প্রতীক হয়ে উঠেছেন। তাঁর কবিতা ক্রমে ব্যক্তিমানসের নিভৃত একাকিত্ব, সময়ের ভাঙন, এবং নাগরিক জীবনের অদৃশ্য স্রোতকে ধারণ করেছে এমনভাবে, যা পূর্ববর্তী কোনো কবির কাব্যভাষায় দেখা যায়নি। এই বিকাশের ইতিহাসে ‘কল্লোল’ পত্রিকা তাঁর আত্মপ্রকাশের মঞ্চ, ‘প্রগতি’ ছিল তাঁর শিল্পসচেতনতার প্রশস্ত পরিসর, আর ‘কবিতা’ পত্রিকা হয়ে উঠেছিল তাঁর স্বীকৃত আধুনিকতার নিরঙ্কুশ আসন।

জীবনানন্দের কবিতা রবীন্দ্রোত্তর মানসের গভীরতর প্রকাশ – যেখানে মানুষ এক নতুন বোধে নিজের সত্তাকে আবিষ্কার করছে, ইতিহাসের ধ্বংসস্তূপের মাঝেও সৌন্দর্যের ক্ষীণ আলো খুঁজেছে। তাই তাঁর নীরব কাব্যভাষা পরবর্তী বাংলা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 36
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 331 - 337
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কবিতার দিকনির্দেশক হয়ে উঠেছিল। তাই একথা গুরুত্বপূর্ণ যে, 'কল্লোল' তাঁকে চিনিয়েছিল, 'প্রগতি' প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল, আর পরবর্তীতে 'কবিতা' পত্রিকা তাঁকে অমর করে রেখেছে, এই ত্রিমাত্রিক সম্পর্কের ভেতর দিয়েই জীবনানন্দ দাশ আজও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রধানতম কবি।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, জীবনানন্দ দাশ প্রবন্ধ সমগ্র (সম্পাদিত), 'আমার কথা', প্রতিভাস, কলকাতা ৭০০০০২, আগস্ট ২০২১, পৃ. ২২৬
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, জীবনানন্দ দাশ প্রবন্ধ সমগ্র (সম্পাদিত), 'আমার মা ও বাবা', প্রতিভাস, কলকাতা ৭০০০০২, আগস্ট ২০২১, পৃ. ২৪৯
৩. সিলি বি ক্লিন্টন, অনন্য জীবনানন্দ (অনুবাদ-ফারুক মঈনউদ্দীন), প্রথমা, ঢাকা, জুলাই ২০১১, পৃ. ৩২
৪. রুদ্র, সুব্রত, জীবনানন্দ জীবন আর সৃষ্টি (সম্পাদিত)', বাল্যস্মৃতি', প্রতিভাস, কলকাতা ৭০০০২, জানুয়ারী ২০২১, পৃ. ৭০
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, জীবনানন্দ বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত, দে'জ, কলকাতা ৭০০৭৩, মে ১৯৮৬, পৃ. ৪০৩
৬. সিংহ রায়, জীবেন্দ্র, কল্লোলের কাল, দে'জ, কলকাতা ৭০০০৭৩, ১৯৬০, পৃ. ১৪
৭. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, কল্লোল যুগ, ডি.এম.লাইব্রেরী, কলকাতা-৬, আশ্বিন ১৩৫৭, পৃ. ১৭৩
৮. বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সংকলন, দে'জ, কলকাতা ৭০০৭৩, ফেব্রুয়ারী ১৯৮২, পৃ. ৮৩
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, জীবনানন্দ দাশ প্রবন্ধ সমগ্র (সম্পাদিত), 'কবিতার কথা', প্রতিভাস, কলকাতা ৭০০০০২, আগস্ট ২০২১, পৃ. ২২৬
১০. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, কল্লোল যুগ, ডি.এম.লাইব্রেরী, কলকাতা-৬, আশ্বিন ১৩৫৭, পৃ. ২১৬
১১. সিংহ রায়, জীবেন্দ্র, কল্লোলের কাল, দে'জ, কলকাতা ৭০০০৭৩, ১৯৬০, পৃ. ১০২
১২. বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-১, 'আমার যৌবন', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২০, পৃ. ৭৯
১৩. বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সংকলন, 'জীবনানন্দ স্মরণে' দে'জ, কলকাতা ৭০০০৭৩, ফেব্রুয়ারী ১৯৮২, পৃ. ৮৩
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, জীবনানন্দ দাশ প্রবন্ধ সমগ্র (সম্পাদিত), 'কবিতার কথা', প্রতিভাস, কলকাতা ৭০০০০৭৩, আগস্ট ২০২১, পৃ. ২২৭
১৫. বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-১, 'জীবনানন্দ স্মরণে', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২০ পৃ. ৩৯
১৬. বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-৪, 'জীবনানন্দ স্মরণে', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২০ পৃ. ৩৮
১৭. ভট্টাচার্য, সঞ্জয়, আধুনিক কবিতার ভূমিকা, সবিতা প্রকাশ ভবন, কলকাতা-২৬, ভাদ্র ১৩৬৬, পৃ. ১০২
১৮. বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-১, 'আমার যৌবন', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২০ পৃ. ৮০